তারিখ 12 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দৈনিক
জনকণ্ঠ

# ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্ন ফাঁস ॥ ৬ মাসেও চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়নি

**রিয়াজুল করিম** ■ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় দীর্ঘ ৬ মাসেও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি। প্রতিবেদন নিয়ে চলছে টালবাহানা। অভিযোগ উঠেছে, বহুল আলোচিত ৫২ ফার্স্টক্লাস কেলেঙ্কারির ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক আতাউর রহমানকে বাঁচাতে পূর্ণ তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে না। অন্যদিকে উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় রেজাল্টও ৭ মাস ধরে ঝুলে আছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষের

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

## ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্ন

(প্রথম পাতার পর)

মাস্টার্স পরীক্ষার "ব্যাপক পত্রের" পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর। কিন্তু ঐ দিন সকালে বিভিন্ন পত্রিকায় এ পত্রের ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র ছাপা হলে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। ওই দিনই গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের তৎকালীন ডিন অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে গঠিত সে তদন্ত কমিটি প্রাথমিক তদন্তে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও এর সাথে পরীক্ষা কমিটির সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পায়। ২৩ জানুয়ারি সিন্ডিকেটে এ প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট পরে দ্রুত চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দেয়।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন অর রশীদের নেতৃত্বে দীর্ঘ চার মাস পর গত মাসে এ ঘটনার চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

গত ১৭ জুন সিন্ডিকেটে এ চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু প্রতিবেদনে কারা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িত তা উল্লেখ করা হয়নি। এ জন্য সে প্রতিবেদন গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দেয় সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেট পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে আরও সুনির্দিষ্ট করে পূর্ণ তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলে এবং ২ সপ্তাহের মধ্যে খাতা পুনর্মূল্যায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলে। সিন্ডিকেটের দেয়া সে সময় অনেক আগে পার হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কোন বিষয়েই সিদ্ধান্ত নেয়নি তদন্ত কমিটি।

বিভাগীয় কয়েক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অভিযোগ, ৫২ ফার্স্টক্লাস কেলেঙ্কারির ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত অধ্যাপক আতাউর রহমানকে বাচাতে তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে টাল বাহানা করা হচ্ছে। তদন্ত কমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য অধ্যাপক আতাউর রহমানকে বাঁচাতে উঠে পড়ে লেগেছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাঁরা বলেন, অধ্যাপক আতাউর রহমান এ ঘটনায় জড়িত তা এক ধরনের ওপেনসিক্রেট। তাঁকে বাঁচাতেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে কারা জড়িত তা প্রথমবার প্রকাশ করা হয়নি। এখনও বিষয়টি নিয়ে গড়িমসি করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তদন্ত কমিটির সদস্য অধ্যাপক লায়লা নুর বলেন, সিন্ডকেট যে সময় দিয়েছে তা যথেষ্ট নয়। কারণ যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা এ বিষয়ে প্রফেশনাল নয়। আর পুনরায় সাক্ষীদের খবর দিয়ে নিয়ে আসতে কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছে। তিনি জানান, কমিটি ইতোমধ্যে একবার বসেছে এবং কিছু ক্লুও পেয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, শীঘ্রই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া সম্ভব হবে।